দাক্ষিণাত্য

• **চালুক্য বংশ :** দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চালুক্যবংশীয় বহু শাখার মধ্যে বাতাপী, বেঙ্গী ও কল্যাণ—এই তিন বংশই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। চালুক্যদের উৎপত্তির ইতিহাস অস্পষ্ট। কারোও মতে চালুক্যরা দক্ষিণ ভারতের আদি বাসিন্দা আবার অনেকের মতে চালুক্যরা বহিরাগত গুর্জরদের বংশধর। আবার কাহিনি কিংবদন্তী অনুসারে চালুক্যরা মনুর বংশধর। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, 'চলিকি' নামের কোনো ব্যক্তির নাম থেকে তাঁর বংশধরদের 'চালিক্য' অভিধার উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীকালে চালুক্য রাজাদের সভাপন্ডিতেরা কোনো দেবতা বা ঋষির 'চুলুক' বা 'কমণ্ডলু' থেকে এই রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি কল্পনা করেছেন।

(i) বাতাপি বা বাদামীর চালুক্য বংশ : খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান কর্ণাটক প্রদেশের বিজাপুর জেলার বাতাপি অঞ্চলে চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। চালুক্য বংশের প্রথম শাসকের নাম ছিল জয়সিংহ। তারপর শাসক হন তাঁর পুত্র রণরাগ। রণরাগের পুত্র প্রথম পুলকেশীর আমলে চালুক্য শক্তির বিস্তার ঘটে। তিনি বাতাপিতে একটি দুর্গ নির্মাণ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রথম পুলকেশী ছিলেন চালুক্য বংশের প্রথম স্থপতি। প্রথম পুলকেশীর পর তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মন ৫৩৬-৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বেলারি জেলার নল, কোঙ্কনের মৌর্য ও কাদম্বদের পরাজিত করেন। কীর্তিবর্মনের পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গালেশ ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি কলচুরিদের পরাজিত করে মহারাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করেন। বাদামীর বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির তিনি তৈরী করেন। মঙ্গালেশ তাঁর পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধে। এই গৃহযুদ্ধে মঙ্গালেশ নিহত হন ও দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনে বসেন।

• **দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২ খ্রিঃ) :** দ্বিতীয় পুলকেশী ৬১০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী ও তাঁর পিতৃব্য মঙ্গালেশের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সুযোগে অনেক সামন্তরাজা স্বাধীন হয় ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা দেখা দেয়। সিংহাসনে বসার পর দ্বিতীয় পুলকেশী কদম্ব, মৌর্য, গঙ্গ, আলুপ প্রভৃতি অঞ্চলে চালুক্যদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি রচিত 'আইহোল প্রশাস্তি' থেকে তাঁর কীর্তির কথা জানা যায়। তিনি মালব ও গুর্জরদের পরাজিত করে বর্তমান গুজরাটের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি নর্মদা অঞ্চলে থানেশ্বরে

পুষ্যভূতি রাজা হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল ও বেঙ্গি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকালেই চালুক্যদের সঙ্গে কাঞ্চীর পল্লবদের এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করে তাঁর অনুগত চোল, কেরল ও পাণ্ডারাজাদের স্বপক্ষে নিয়ে আসেন। তবে তাঁর এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং চালুক্যরাজ্য পল্লবদের অধিকারে চলে যায়।

• **পরবর্তী চালুক্যরাজাগণ :** দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর প্রায় ১৩ বছর পর তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের পরাজিত করে বাদামী পুনরধিকার করেন। তিনি ৬৮১ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পল্লবরাজ পরমেশ্বর বর্মন চালুক্যদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পর তাঁর পুত্র বিনয়াদিত্য (৬৮১-৬৯৬ খ্রিঃ) ও পৌত্র বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩ খ্রিঃ) এবং বিজয়াদিত্যের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৩৩-৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পল্লবরাজ নন্দীবর্মনকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য চোল, পাণ্ডা ও কেরলদের পরাস্ত করে সাগরতীরে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আমলে সিন্ধু থেকে গুজরাট অঞ্চলে আরব আক্রমণ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য গুজরাটের শাসনকর্তার সাহায্যে আরবদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। তাঁকেই বাতাপীর শেষ শ্রেষ্ঠ চালুক্য রাজা বলা যায়। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর (৭৪৫ খ্রিঃ) চালুক্যশক্তির পতন শুরু হয়। তার পরবর্তী রাজা কীর্তিবর্মন এই পতন রোধ করতে ব্যর্থ হন। চালুক্য বংশের দুর্বলতার সুযোগে চালুক্য সামন্ত রাষ্ট্রকূট দন্তীদুর্গ রাজ্যের একাংশ অধিকার করেন এবং রাষ্ট্রকূট প্রথম কৃষ্ণ চালুক্য শক্তিকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রকূট শক্তি স্থাপন করেন।

• **চালুক্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি :** বাদামির চালুক্য রাজাগণ সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চালুক্য রাজারা যদিও হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। চালুক্য সাম্রাজ্যে বহু বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার-এর অস্তিত্ব থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়। হিউয়েন সাঙ চালুক্য রাজ্যে ভ্রমণ করতে এসে ৬১টি বৌদ্ধবিহারে প্রায় ৫০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বাস করতে দেখেন। চালুক্য রাজারা জৈন সাধু ও সন্ন্যাসীদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাতেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি ও 'আইহোল প্রশস্তি'র রচয়িতা রবিকীর্তি ছিলেন জৈন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য জৈনমন্দির নির্মাণ করেন ও জৈন সাধু জয় পণ্ডিতকে ভূমিদান করেন। ৭৩৫ খ্রিঃ অগ্নি উপাসক পারসিক সম্প্রদায় চালুক্যরাজ্যের থানে জেলায় বসবাস ও মন্দির তৈরির অনুমতি পায়। চালুক্য শাসনকালে পাহাড় কেটে বহুমন্দির তৈরি করা হয়। চালুক্যরাজ মঙ্গলেশ বাতাপীর বিষ্ণুমন্দির তৈরি করেন। অজন্তার গুহার একটি দেওয়াল চিত্রে দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রেরিত দূতকে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু রাজসভায় গ্রহণ করছে বলে দেখা গেছে। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মেগুটির শিবমন্দির, রবিকীর্তি দ্বিতীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশস্তি খোদাই করা আছে। আইহোলের বিষ্ণুমন্দিরটি বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে তৈরি। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজ্ঞী পট্টদাকলে বিখ্যাত বিরূপাক্ষ শিবমন্দির নির্মাণ করেন। হ্যাভেলের মতে, এই মন্দিরটিতে ইউরোপের দ্রাবিড়ী গঠনরীতির সঙ্গে পশ্চিম শিল্পরীতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

(ii) বেঙ্গির চালুক্য বংশ : বাতাপীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশী কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর মোহনা অঞ্চলে অবস্থিত বেঙ্গি অধিকার করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে বাদামির চালুক্যদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বেঙ্গির চালুক্য বংশের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলেছিল। বেঙ্গি বংশের শক্তিশালী রাজা দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে পরাজিত হয়ে বেঙ্গি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষের নাবালকত্বের সুযোগে বিজয়াদিত্য বেঙ্গি পুনরুদ্ধার করেন এবং রাষ্ট্রকূট রাজধানী মান্যখেট ধ্বংস করেন। বিজয়াদিত্যের পৌত্র তৃতীয় বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে চালুক্য-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ বেঙ্গি অধিকার করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় অম্ম বেঙ্গি পুনরাধিকার করলেও দ্বিতীয় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দানার্ণব কর্তৃক নিহত হন (৯৭০ খ্রিঃ)। ৯৭৩ খ্রিঃ তেলেগু-চোল বংশীয় ভীমা দানার্ণবকে হত্যা করে বেঙ্গি দখল করলে দানার্ণবের দুই পুত্র শক্তিবর্মন ও বিমলাদিত্য চোলরাজা রাজরাজ চোলের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চোলরাজ রাজরাজচোল নিজ কন্যার সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের বিয়ে দিয়ে ভীমকে হত্যা করে শক্তিবর্মনকে বেঙ্গির সিংহাসনে স্থাপন করেন (৯৯৯-১০১১ খ্রিঃ)। অতঃপর কল্যাণের চালুক্যগণ শক্তিশালী হয়ে উঠে বেঙ্গি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্য চোল রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হন। চোলরাজ রাজেন্দ্র কুলতুঙ্গ ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করলে বেঙ্গির চালুক্য বংশ চোল বংশে বিলীন হয়ে যায়।

(iii) কল্যাণের চালুক্য বংশ : চালুক্যবংশীয় সামন্তরাজ দ্বিতীয় তৈল (৯৭৩-৯৯৭ খ্রিঃ) রাষ্ট্রকূটদের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রকূট রাজধানী মান্যখেট অধিকার করে নতুন চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের দ্বিতীয় জয়সিংহের রাজত্বকালে চালুক্য রাজধানী বিদর জেলার কল্যাণনগরে স্থানান্তর হয়। জয়সিংহের পুত্র প্রথম সোমেশ্বরের রাজত্বকালে চোল-চালুক্য দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ১০৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে চোলরাজ রাজাধিরাজ নিহত হন। রাজেন্দ্র চোল প্রথম সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। প্রথম

সোমেশ্বরের দুই পুত্র দ্বিতীয় সোমেশ্বর (১০৬৮-৭৬ খ্রিঃ), ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬ খ্রিঃ) পরপর সিংহাসনে বসেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য রাজেন্দ্র চোলের কন্যাকে বিবাহ করলেও চোল-চালুক্য দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর কল্যাণের চালুক্য বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তৃতীয় তৈলের রাজত্বকালে (১১৫১-৫৬ খ্রিঃ) কলচুরিগণ চালুক্যরাজ্য অধিকার করেন। তৃতীয় তৈলের পুত্র চতুর্থ সোমেশ্বর (১১৮১-১২০০ খ্রিঃ) হৃতরাজ্য কিছুটা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। এই সময় দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে যাদব বংশীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রকূট বংশ

• **উৎপত্তি ও আদিবাস :** রাষ্ট্রকূট বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে একাধিক মতবাদ প্রচলিত। **প্রথমত,** প্রাচীন কাহিনি অনুসারে রাষ্ট্রকূটরা ছিল মহাভারতের যদুবংশের সাতকির বংশধর। **দ্বিতীয়ত,** রাষ্ট্রকূটরা ছিল তেলেগু রেড্ডি বংশীয়, **তৃতীয়ত,** রাষ্ট্রকূটরা ছিল ক্ষত্রিয় বংশীয়। অশোকের শিলালিপিতে যে 'রাষ্ট্রীক' জাতির নাম পাওয়া যায় তারাই হল রাষ্ট্রকূট। **চতুর্থত,** অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষক সম্প্রদায় থেকে রাষ্ট্রকূটরা উদ্ভূত হয়। **পঞ্চমত,** রাষ্ট্রকূটরা কর্ণাটকের আদি অধিবাসী ও তাদের মাতৃভাষা কানাড়ী। রাষ্ট্রকূটদের আদিলিপিতে তাদের 'লতালুরের প্রভু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। লতালুর স্থানটি কর্ণাটকের লাতুরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়। একটি বিশ্বাসযোগ্য অভিমত হল 'রাষ্ট্রকূট' শব্দটির উৎপত্তি কোনো এক আমলাতান্ত্রিক পদের নাম থেকে। 'চালুক্য' ও 'রাষ্ট্রকূট' লিপি থেকে জানা যায়, 'রাষ্ট্রকূট' শব্দটির অর্থ কোনো রাষ্ট্র বা জেলার শীর্ষস্থানীয় কর্মচারী। পরে তা বংশগত নামে রূপান্তরিত হয়। চালুক্যরাজারা তাদের বিভিন্ন স্থানে বংশানুক্রমিকভাবে শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন। চালুক্যশক্তির পতন হলেও রাষ্ট্রকূটরা তাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে।

• **রাষ্ট্রকূটদের রাজনৈতিক ইতিহাস :** □ **দন্তীদুর্গ :** পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করত। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে ইলিচপুর অঞ্চলে ইন্দ্র নামে এক রাষ্ট্রকূট সামন্ত এক রাজ্য স্থাপন করেন। দন্তীদুর্গ ছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্রকূট বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সামন্ত হিসেবে গুজরাটের আরব আক্রমণ প্রতিহত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তিনি স্থানীয় রাজা হিসেবে রাজ্যবিস্তার করেন। দন্তীদুর্গ গুজরাট, মালব ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন। দন্তীদুর্গের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন তাঁকে আক্রমণ করলে খান্দেশের যুদ্ধে তিনি কীর্তিবর্মনকে পরাস্ত করেন। ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে দন্তীদুর্গ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'রাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে।

• **প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৮-৭৭৩ খ্রিঃ) :** দন্তীদুর্গের পর প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেন। প্রথম কৃষ্ণের সময়ে চালুক্য রাজ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের সংঘাত অব্যাহত থাকে। তিনি ৭৬০ খ্রিস্টাব্দে চালুক্যবংশের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মহারাষ্ট্র দখল করেন। প্রথম কৃষ্ণ মহীশূরের গঙ্গ বংশীয় রাজা ও বেঙ্গির চালুক্যদের পরাস্ত করেন। তিনি ইলোরার পাহাড় কেটে বিখ্যাত শিবমন্দির এবং কৈলাসনাথের মন্দির তৈরী করেন। প্রথম কৃষ্ণ সমগ্র মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

• **দ্বিতীয় গোবিন্দ (৭৭৩-৭৮০ খ্রিঃ) :** প্রথম কৃষ্ণের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৭৩-৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় গোবিন্দ শাসক হিসেবে অযোগ্য ছিলেন। তাই তিনি শাসন পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ভ্রাতা ধ্রুবর উপর অর্পণ করেন। কিন্তু সন্দেহবশত ধ্রুবকে অপসারণ করা হলে তিনি বিদ্রোহ করেন ও গোবিন্দকে পরাস্ত করে সিংহাসন দখল করেন।

• **ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩ খ্রিঃ) :** দ্বিতীয় গোবিন্দকে অপসারিত করে ধ্রুব সিংহাসনে বসেন এবং তিনি ৭৮০-৭৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব গঙ্গ, পল্লব ও চালুক্যদের পরাস্ত করে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। এরপর ধ্রুব উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হলে পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার ও পূর্বে পাল রাজাদের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এই তিনটি শক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল কনৌজ অধিকার করে দোয়াব অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করা। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব, প্রতিহার-রাজ বৎস ও পালরাজা ধর্মপালকে পরাস্ত করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (৭৯০ খ্রিঃ)। উত্তর ও দক্ষিণের সমস্ত প্রধান রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করায় তিনি এক অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতার অধীশ্বর হন। তিনি 'ধ্রুবধারাবর্ষ', 'ধ্রুবনিরুপম', 'ধ্রুবশ্রীবল্লভ' উপাধি গ্রহণ করেন।

• **তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪ খ্রিঃ) :** সম্রাট ধ্রুবের পর তাঁর ভ্রাতা তৃতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে বসেন। তিনি ৭৯৩-৮১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় গোবিন্দ রাজত্বকালের প্রথমদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হন। গঙ্গাদেবীর শাসনকর্তা স্তম্ভ বিদ্রোহী হলে তৃতীয় গোবিন্দ তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তিনি স্তম্ভকে পরাজিত করেন। তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহাররাজ নাগভট্টকে পরাস্ত করেন এবং বাংলার পালরাজা ধর্মপাল ও তাঁর সামন্ত কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। 'রাষ্ট্রকূট লিপি' থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতের অনেক রাজাকে পরাজিত করে হিমালয় পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তৃতীয়

গোবিন্দ উত্তর ভারত অভিযানে ব্যস্ত থাকায় বেঙ্গির চালুক্যরাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তৃতীয় গোবিন্দ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই ভীমকে সিংহাসনে বসান। এই সময় গঙ্গো-পল্লব-কেরল প্রভৃতি শক্তির রাষ্ট্রকূট বিরোধী জোট গঠন করলে গোবিন্দ (তৃতীয়) তাদের পরাস্ত করে কাঞ্চী অধিকার করেন। বেঙ্গিরাজ চতুর্থ বিষ্ণুবর্মন একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করেন। সিংহলের রাজা তাঁর বশ্যতাস্বীকার করেন। রাষ্ট্রকূটরাজা তৃতীয় গোবিন্দ ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী রাজা। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তিনি নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তৃতীয় গোবিন্দকে রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে গণ্য করা যায়।

• **প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৭ খ্রিঃ)** : সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দের পর তাঁর পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার সময় অমোঘবর্ষ ছিলেন নাবালক। তাঁর নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের কিছু মন্ত্রী, সামন্তরাজা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজকীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করতে থাকেন। এছাড়া রাজপরিবারের অভ্যন্তরেও অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ফলে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। গঙ্গোরাজ্যের শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বেঙ্গির রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এমতাবস্থায় অমোঘবর্ষ নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন এবং সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি বেঙ্গিরাজ বিজয়াদিত্যকে পরাস্ত করে রাষ্ট্রকূটরাজের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। অমোঘবর্ষ তাঁর রাজত্বের শেষ ২০ বছর গঙ্গোবংশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে গঙ্গোবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হন।

সম্রাট অমোঘবর্ষ রাজ্যজয় অপেক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় বেশী উৎসাহী ছিলেন। তিনি কন্নড় ভাষায় 'কবিরাজমার্গ' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'রত্নমালিকা' গ্রন্থটি সুধী সমাজে প্রশংসিত হয়েছিল। জৈন পণ্ডিত জীনসেন, মহাবিজয়াচার্য তাঁর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। অমোঘবর্ষ জৈনধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'সঞ্জন' তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি হিন্দুদেবী মহালক্ষ্মীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। অমোঘবর্ষ তাঁর রাজধানী মান্যখেটার শোভাবৃদ্ধি করেন। আরব পর্যটক সুলেমান বিশ্বের অপর তিনজন নৃপতি-বাগদাদের খলিফা, চিনের সম্রাট ও কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিপতির সঙ্গে প্রথমে অমোঘবর্ষকে তুলনা করেছেন।

• **দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৭-৯১৪ খ্রিঃ)** : সম্রাট অমোঘবর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৮৭৭-৯১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শাসক হিসেবে দ্বিতীয় কৃষ্ণ বিশেষ সফলতার পরিচয় দিতে পারেন নি। রাষ্ট্রকূট বংশের অনুশাসন থেকে জানা যায় রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গোবংশীয় রাজা, প্রতিহার ও পালরাজাদের বশ্যতা আদায় করেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রতিহাররাজ ভোজের দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্রোহ। এছাড়া তিনি বেঙ্গির চালুক্যদের সঙ্গেও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। যুদ্ধের প্রথমদিকে চালুক্যরা সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কৃষ্ণ চালুক্যদের পরাজিত করে চালুক্যরাজ ভীমকে বন্দী করেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোলদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। চোলদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকলেও তিনি চোল রাজ্য আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে পরাস্ত হয়ে চোলরাজ্যের সঙ্গে অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন।

• **তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪-২২ খ্রিঃ)** : সম্রাট দ্বিতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি রাষ্ট্রকূট বংশের সামরিক গৌরব পুনরুদ্ধার করতে কিছুটা সমর্থ হন। তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূট বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজ নগরী ধ্বংস করেন এবং উজ্জয়িনী তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে।

• **রাষ্ট্রকূট বংশের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ** : সম্রাট তৃতীয় ইন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে রাষ্ট্রকূট শক্তির পতন শুরু হয়। তৃতীয় ইন্দ্রের পর দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, সম্রাট চতুর্থ গোবিন্দ ও সম্রাট তৃতীয় অমোঘবর্ষ ৯২২-৯৩৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। তিনি রাষ্ট্রকূট বংশের হৃতগৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। সম্ভবতঃ তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাস্ত করে কালিঞ্জর ও চিত্রকূট অধিকার করেন। তৃতীয় কৃষ্ণ চোল, পাণ্ড্য, কেরল রাজ্যের নৃপতিদের পরাজিত করেন। অনুমান করা হয় যে, সিংহলরাজও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি ৯৪০-৯৬৮ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর রাষ্ট্রকূট রাজ্যের গৌরব ম্লান হয়ে পড়ে। তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে। পরমার রাষ্ট্রকূট রাজধানী মান্যখেট লুণ্ঠন করেন। এরপর দ্বিতীয় কর্ক খণ্ডিত রাষ্ট্রকূট রাজ্যশাসন করেন। আনুমানিক ৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চালুক্যরাজ তৈল দ্বিতীয় কর্ককে বিজাপুরের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করলে রাষ্ট্রকূটশক্তির পতন ঘটে।

• **রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থা** : প্রায় দুই শতাব্দীর বেশী সময় ধরে রাষ্ট্রকূট রাজগণ দক্ষিণাত্যের বিস্তৃত অঞ্চলে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শক্তি রাষ্ট্রকূট রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। উত্তর ভারতে কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিপাক্ষীয় সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল সেখানেও রাষ্ট্রকূট রাজাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রকূট ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের কাছে সমসাময়িক শক্তিশালী প্রতিহার ও পালরাজাগণ পরাজিত হয়েছিলেন। তবে কনৌজের উপর রাষ্ট্রকূট রাজাদের অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, কারণ গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের দূরত্ব ছিল অনেক বেশী, তাই রাষ্ট্রকূট রাজাদের পক্ষে উত্তর ভারতে অর্জিত সামরিক সাফল্যকে সংগঠিত করা সম্ভব হয় নি।

রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক ও সমস্ত শক্তির আধার। তিনি 'মহারাজাধিরাজ', 'পরম-ভট্টারক' ইত্যাদি উপাধি ধারণ করতেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য। প্রাদেশিক শাসকগণ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীবৃন্দ ও সামন্তরাজারা শাসনকার্যের পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য করতেন। রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল রাষ্ট্র ও বিষয়ে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি নিজের এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করতেন। বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন বিষয়পতি, তাঁর ক্ষমতা অনেকটা রাষ্ট্রপতির মতোই ছিল। বিষয়পতিকে এক শ্রেণির বংশানুক্রমিক গ্রামের কর্মচারী রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করতেন। গ্রামের শাসনকে পরিচালনা করতেন গ্রাম প্রধানরা। গ্রামপ্রধান গ্রামের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতেন। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সামন্তগণ কার্যত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। প্রধান সামন্তদের অধীনে ছিল অধস্তন সামন্ত। প্রধান সামন্তরা সম্রাটকে নিয়মিত করদানে এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে বাধ্য থাকতেন। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সামন্তদের রাজসভায় থেকে তাদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতেন। সামন্তদের প্রতিনিধিরাও সম্রাটের রাজসভায় অবস্থান করতেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ডঃ আলতেকার-এর মতে, রাষ্ট্রকূট সম্রাটদের সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষেরও বেশী। তিনটি অংশে বিভক্ত সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ রাজধানীতে এবং অপর দুটি অংশের একটি রাজ্যের উত্তর ও অপরটি দক্ষিণে মোতায়েন থাকত। প্রধানত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে রাষ্ট্রকূট সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল। স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছাড়াও যুদ্ধের সময় সামন্তরা সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সেনা সংগ্রহ করা হত। রাষ্ট্রকূট রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ ভূমিকর হিসেবে গ্রহণ করা হত। এই কর 'ভাগকর' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া ফলকর, জলকর ও খনিকর থেকে প্রচুর পরিমাণে আয় হত। দুর্ভিক্ষের সময় করের পরিমাণ হ্রাস করা হত। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল এবং এর জন্য কৃষকদের অতিরিক্ত কর দিতে হত।

রাষ্ট্রকূট রাজাদের সুশাসনের ফলে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়েছিল। এই বংশের রাজত্বকালের গুরুত্ব শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, রাষ্ট্রকূটদের আমলে দক্ষিণ ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রকূট রাজারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা বহু মঠ ও মন্দির নির্মাণ করেন, যার মধ্যে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ডঃ স্মিথ এই মন্দিরটিকে 'গর্বের বস্তু' বলে অভিহিত করেছেন। সিন্ধু অঞ্চলের বসবাসকারী আরবদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখায় রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।